বাংলাদেশ সনদ

কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশের পথে জনতার অঙ্গীকার সনদ

আমরা, দল-মত নির্বিশেষে, আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে —

[গণহত্যা] সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ১৯৭১-এ বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার প্রজন্মবাহিত বেদনা আমাদের জাতীয় চেতনার নির্ধারক। এই গণহত্যার সাক্ষ্যবহন, বিচার নিশ্চিতকরণ, স্মৃতি সংরক্ষণ, গণহত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সকলকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ, গণহত্যা থেকে শিক্ষাগ্রহণ, প্রজন্মান্তরে শিক্ষাদান, এবং গণহত্যার বৈশ্বিক স্বীকৃতি অর্জন – হোক আমাদের জাতিগঠনের অঙ্গীকার। একই সঙ্গে, বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তে গণহত্যা ও এর ইতিহাসের যে কোনো ধরনের অস্বীকৃতি, বিকৃতি বা বিলুপ্তিকরণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান;

[জাতীয়তাবাদ] ঘোষণা করছি যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদ একটি ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক জাতীয়তাবাদ, যা এই ভূখণ্ডের সকল মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যকে পূর্ণ মর্যাদায় ধারণ করে, যা আমাদের জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতা, ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তি, যা গণহত্যাসহ অতীতের সকল বঞ্চনা ও অবিচারের অভিজ্ঞতাকে মনে রেখে জাতীয় সংহতি ও জাতি গঠনের পথ দেখাবে;

[সার্বভৌমত্ব] ঘোষণা করছি যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার ভিত্তি হচ্ছে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের দীর্ঘ সংগ্রাম ও সামষ্টিক চেতনা থেকে উৎসারিত জাতীয় সার্বভৌমত্ব। এই সার্বভৌমত্ব অলঙ্ঘনীয়, যা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের শিক্ষা, অর্থনীতি, বাণিজ্য, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক নীতিসমূহ স্বাধীনভাবে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হবে। এই প্রক্রিয়ায় আমরা আমাদের জাতীয় মর্যাদা, পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সহাবস্থান, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক হুমকির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা এবং সামগ্রিক জাতীয় অগ্রগতি নিশ্চিত করবো;

[ধর্মনিরপেক্ষতা] ঘোষণা করছি যে, ধর্মনিরপেক্ষতা এমন এক মানবীয় মূল্যবোধ, যেখানে প্রত্যেকে তার ধর্ম বিষয়ক অবস্থান প্রকাশ ও চর্চার স্বাধীনতা ভোগ করবে, এবং রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থেকে সেই অধিকার রক্ষা করবে এবং ধর্মের নামে সব ধরনের বৈষম্য ও আধিপত্য নির্মূল করবে;

[মানবাধিকার] স্বীকার করি যে, আমাদের জনগণের মুক্তিসংগ্রাম, স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ ছিল মূলতঃ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এই অধিকারসমূহ সমগ্র মানবতার – কোনো সুবিধাভোগী গোষ্ঠী, ক্ষমতাকেন্দ্রিক দালালচক্র বা অভিজাত শ্রেণীর নয়। মানবাধিকারের এই মূল্যবোধগুলো আপসযোগ্য নয় এবং সকল ভয়, পক্ষপাত, বৈষম্য, কিংবা ব্যতিক্রমের ঊর্ধ্বে, কেবলমাত্র নৈতিকতার অবস্থান থেকে প্রয়োগযোগ্য;

[ন্যায়পরায়নতা] ঘোষণা করছি যে, ন্যায়পরায়নতা হতে হবে রাষ্ট্র ও জনগণের অগ্রগতিমূলক রূপান্তরের অভীষ্ট লক্ষ্য, যা উভয়ের সম্মিলিত অঙ্গীকার ও দায়িত্ববোধের উপর ভিত্তি করে অর্জিত হবে;

[গণতন্ত্র] স্মরণ করছি যে, এই রাষ্ট্রের অন্যতম ভিত্তি ছিল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের আবশ্যকতা, যা সকল পরিস্থিতিতে সমুন্নত রাখতে হবে;

[সুশাসন] একাত্ম হচ্ছি যে, জনগণের মালিকানাধীন আমাদের এই রাষ্ট্র সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নের প্রতি স্তরে স্বচ্ছতা, প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ, জবাবদিহিতা ও জনকল্যাণের ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে;

এবং

সময়ের এই সন্ধিক্ষণে, এই সনদের দিক-নির্দেশনার আলোকে আমরা অঙ্গীকার করছি—
সকল পরিস্থিতিতে এই একাত্মতা রক্ষা এবং এর আলোকে দেশ-গঠনে প্রত্যেকে নিজ নিজ পরিমণ্ডলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতন, সোচ্চার ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবো।